কেমন আছ সবাই? আমি রিঙ্কি! আমার বন্ধুরা ডাকে সবজান্তা রিঙ্কি, ওরা বিজ্ঞানের পড়া না বুঝলে আমি বুঝিয়ে দেই তো এজন্য! ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আমার গল্পের বই পড়তে অনেক ভাল লাগে শোর্লক হোমস আমার সবচে ফেবারিট!), আর ভাল লাগে বন্ধুদের সাথে নতুন নতুন এডভেঙ্কারে যেতে!

আমি হচ্ছি **প্লুটো – দ্যা ম্যাগ্নিফায়ার!** ইয়ে মানে, ওটাই তো আমার কাজ, তাইনা? দেখতেই পাচ্ছো– আমি একটা ম্যাগনি–ফাইং গ্লাস, বাংলায় যেটাকে তোমরা বল আতশ কাঁচ। তবে সবাই আমাকে **প্লুটো** বলেই ডাকে। আমার সবচে প্রিয় বন্ধু হল সবজান্তা রিঙ্কি। আমি কোন ঝামেলায় পড়লেই ওর কাছে গিয়ে হাজির হই।

প্লুটো কেন গ্রহ নয়?

নাসরীন সুলতানা মিতু

গোল পাকল যখন ইদানীং হঠাৎ জানা গেল যে প্লুটো আসলে একা না, তার ভাই ব্রাদার আছে; চেলাচামুন্ডা, মানে চাঁদ বা উপগ্রহ যে আছে সে তো আগে থেকেই জানা!

প্লুটোর আশেপাশেই খুঁজে পাওয়া গেল বেশ বড় আরেকটা গ্রহের মত বস্তু, যার নাম দেয়া হল এরিস।

কিন্তু এ কী! এরিস আর প্লুটো ছাড়াও তো একে একে আরো অনেক বস্তুই পাওয়া যাচ্ছে আশেপাশে। সাধারণত গ্রহদের মহাকর্ষ বলের কারণে আশেপাশে আর কোন ছোটখাট বস্তুই টিকতে পারে না।

অনেক ভেবেচিন্তে বিজ্ঞানীরা 'গ্রহ' কাকে কাকে বলা হবে সেটা ঠিক করতে কিছু শর্ত জুড়ে দিলেন...

নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর থাকতে হবে...

সূর্যকে ঘিরে নির্দিষ্ট কক্ষপথ থাকতে হবে...

আর মহাকর্ষের জোরে আশেপাশের জায়গা খালি করে দেবার এলেম থাকতে হবে!!

আর তাতেই আমি, মানে প্লুটো ছিটকে গেল গ্রহের খাতা থেকে?? ভেউ ভেউ ভেউ!!!

আরে আগে শোনো পুরোটা! কুইপার বেল্টের কথা তো বলিই নি এখনো!

কুইপার না ভাইপার... এটা আবার কী জিনিস??

এই যে গ্রহগুলোর কক্ষপথ থেকে দূরে যেই এলাকাটায় প্লুটো, এরিস সহ আরো নানা মাপের নানা রকম বস্তু নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে, কেউ একটু দ্রুত কেউ আস্তে সূর্যকে চক্কর খাচ্ছে– এই এলাকাটার নাম দেয়া হয়ছে **'কুইপার বেল্ট'**।

তো আমার কী? নাম তো দিয়েছ বামন! হুঁহ!!

আরে বামন ডাকলেই কী! এই কুইপার বেল্টের অজস্র অসংখ্য বস্তুর মধ্যে প্লুটো হল সবচে বড়! তাই প্লুটোকে ঘোষণা করা হয়েছে **কুইপার বেল্টের রাজা!!**

রাজা??

বামন হয়ে যদি রাজা হওয়া যায়, তবে বামন হওয়াই ভাল!! ট্রা–লা–লা!!!

ওফ!